দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ১১ 2002
পৃষ্ঠা ৩ ... ৩

### লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে চিঠি ঃ হত্যার হুমকি

# খুলনা ভার্সিটির রেজিস্ট্রার ও তার পরিবারবর্গ নিরাপত্তাহীনতার কারণে গৃহবন্দী হয়ে আছেন

খুলনা ব্যুরো থেকে এ টি এম রফিক ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আমীর আলীকে হত্যার হুমকি দিয়ে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবী করায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ চরম উদ্বিগ্ন অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) ডাকযোগে প্রেরিত চিঠিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক আমীর আলীকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে দুই লাখ টাকা খুলনা মহানগরীর একটি স্থানে পৌছে দেয়ার আদেশ দিয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, যদি ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে দুই লাখ টাকা পৌছে দেয়া না হয়, তাহলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাকেও ঠিক একইভাবে হত্যা করা হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে যে, ৭২ ঘন্টার মধ্যে দুই লাখ টাকা মহানগরীর নতুন বাজার এপ্রোচ রোড ধানপট্টিতে পৌছে দিতে হবে।

এ চিঠি প্রাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর রেজিস্ট্রার আমীর আলীর পক্ষ থেকে খুলনাস্থ সোনাডাঙ্গা থানায় এবং বটিয়াঘাটা থানায় জীবনের নিরাপত্তা ও জানমালের হেফাজত চেয়ে দু'টি জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে অতি সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত রেজিস্ট্রার আমীর আলীর কাছে চাঁদাবাজরা সর্বহারা নামে ২০ হাজার টাকা দাবী করে এবং দর কষাকষির মাধ্যমে তা ৫ হাজার টাকায় আপোষ রফা হয়। গত ৭/৯/০২ তারিখে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার রুমে উক্ত টাকা আনতে দুই চাঁদাবাজ আহসান হাবিব ও বাবু যায়। রেজিস্ট্রার রুমে চাঁদা আনতে যাওয়া বানিয়াখামার এলাকার এই দুই যুবককে ধরে পুলিশে সোর্পদ করা হয়। এ ঘটনার তিন দিনের মাথায় ডাকযোগে দুই লাখ টাকা দাবী ও হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানোর পর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত কর্মকর্তাগণ চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অতিসম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক সরকারের সাবেক ভিসির আমলে অর্থলোপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর চাল, গম আত্মসাত, কোটি কোটি টাকার ঘাপলা, বেআইনী নিয়োগ, টেন্ডারের দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দায়ের ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের টীমের তদন্তের ভিত্তিতে সাবেক ভিসির অতি ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী মামলায় জড়িত হয়ে পড়েছেন এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছেন।

উক্ত মহলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন ও অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য সর্বহারা নামক শহরের কিছু আওয়ামী চাঁদাবাজদের সহায়তায় এ ধরনের উড়ো চিঠি প্রদান করা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেছেন, ধৃত চাঁদাবাজদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রকৃত গডফাদার এবং কারা কারা জড়িত তা উদ্ধার না করে ধৃতদের কোর্ট-হাজতে প্রেরণ করার কারণে এ ধরনের উড়ো চিঠিতে টাকা ও হত্যার হুমকি প্রদান করার সাহস পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনতিবিলম্বে ঘটনার পেছনের ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য গত ৭-৯-০২ তারিখে ধৃত দুই যুবককে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক সরদার আব্দুর রাজ্জাককে খুলনা রায়পাড়া রোডে তার বাসভবনের সামনে নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করেছিল। বর্তমানে রেজিস্ট্রার জনাব আমীর আলী ও তার পরিবারের সদস্যগণ দারুণভাবে নিরাপত্তাহীনতায় বাসভবনে বন্দী জীবন যাপন করছে।